গল্প

তোমার ওই দুটি চোখে

জসিম মল্লিক

১.

চমৎকার সকাল। কোথাও একটুকরো মেঘের লেশ মাত্র নেই। ঝক ঝকে রোদে চারদিকে কেমন মাখা মাখি হয়ে আছে। মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। এরকম নিঃসীম নীলাকাশের দিকে তাকালে চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যায়। প্রকৃতিতে একটা ভাললাগার আবাহন। মন উতলা হয়ে উঠে। মন যেনো বলে আহা মরি মরি। সবুজ ঘাসেরা মাথা চারা দিয়ে উঠেছে এখনই। গাছেরা প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের সবুজ পল্লব বিস্তার করার জন্য। আর ক'দিন মাত্র। আর মাত্র ক'টা দিন।

নীলা তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। কিন্তু কিছু দেখছে না। আজ ওর মনটা কিছু দেখার মতো অবস্থায় নেই। খানিকটা চঞ্চল বুঝি আজ মন। এ রকম কেনো হচ্ছে! এ রকম হওয়ার কি

খুব কোন কারণ ঘটেছে! অনেক সময়ই আপাতঃ ছোট্ট একটু ঘটনা, ঠিক ঘটনাও না, ছোট্ট একটা মহুর্ত বা ছোট্ট একটা কথার যে কি যাদু, কি যে তার সুদুরপ্রসারী আবেদন! তেমন করে ভাবলে হয়ত কিছুই না। কত কি ঘটে জীবনে! কে আর অত কিছু মনে রাখতে যায়! অথচ নীলা মেয়েটাই একটু কেমন ধারা। নীলাঞ্জনা চৌধুরী। এক টুকরো একটা মেয়ে! অথচ কত তার ভাবনা মাথার মধ্যে। এত কে তাকে ভাবতে বলেছে! ওর পরিচিতরা তো জীবনটাকে কত হালকাভাবে নিয়ে নেয়। কিছু কেয়ার করে না। ছেলে বন্ধুদের টপা টপ চুমু খেয়ে বসে। ডেটিং ফেটিং এ চলে যায়। ওদের কাছে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার। ওরই হয়েছে যত রাজ্যের মাথাব্যাথা। কেনো এটা হলো, কেনো এটা বললো, না বললেইতো চলতো- এমনি কত কি সে ভাবে। বন্ধুরা ওর নাম দিয়েছে ভাবনা বুড়ি।

নীলাঞ্জনা ডাকের সুন্দরী। সারা তল্লাটে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিলনা। নীলা ইজিলি মিস বাংলাদেশ হতে পারতো। নানা জায়গা থেকে তার বহু ভাল বিয়ের প্রস্তাব আসতো। সে তখন মাত্র সতেরো বছর বয়সের। কলেজে অনেকেই তার পিছু লেগেছিল। কামুক পুরুষের দৃষ্টি চিনতে মেয়েদের কোনও অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। তারা ও ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। নীলাঞ্জনা নির্ভুল বুঝতে পেরেছিল আনিস স্যার যে কোন দিন তাকে চাইবে। আর তখনই একটু ভয় হয়েছিল তার। আনিস স্যারকে তার ভাল লাগতো। ব্যস ওইটুকুই। চমৎকার বাংলা পড়াতো আনিস স্যার।

একদিন এক প্রচন্ড গরমের দুপুরে আনিস স্যার উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে হাজির। ঘরে কেউ ছিল না সেদিন। নীলা তার দোতলার পড়ার ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া করছিল। আনিস স্যারের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠেছিল। চুলগুলো উড়ো খুড়ো, মুখ লাল, চোখ দুটো ধক ধক করছে। নীলা কিছু বুঝে উঠার আগেই প্রবল এক পুরুষ শরীর, সেই শরীরের ঘাম, উত্তাপ, আবেগ, আশ্লেষ আচমকা আক্রমণ করেছিল তাকে। সে শুধু চিৎকার করেছিল, না না না না। আনিস স্যার তখন উন্মাদ, কান্ডজ্ঞানহীন। সে এক তুমুল লড়াই হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। আক্রমণ আর প্রতিরোধ। আর তার ভিতর থেকেই নীলাঞ্জনার মনে জন্ম নিয়েছিল ঘৃণা।

২.

নীলাঞ্জনা ওদের চৌদ্দতলা কন্ডোমোনিয়ামের জানালা দিয়ে দূরের ঝক ঝকে নীলাকাশ দেখছিল আর ভাবছিল। ডনমিল্‌স এবং এগলিংটনের কাছে ওদের বাসা। চমৎকার দু'রুমের বাসা। জায়গাটা নীলার খুবই পছন্দের। রাতের বেলা চমৎকার লাগে। অনেক দূর র্পযন্ত দেখা যায়। রাতের টরন্টো শহর বড়ই সুন্দর লাগে। ওই ঘটনার ক'দিন পরই নীলা কানাডা চলে আসে বাবা মার সাথে। আনিস স্যার খুব কেঁদেছিল। পা ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। বিয়ে

করার জন্য কত চেষ্টা করলো। নীলা ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করেনি। আনিস স্যারকে ক্ষমাও করেনি। ভালবাসা যেন সেদিনই খোঁটা উপড়ে পালিয়ে গেছে কোথায়। শুধু এক জৈব ভয় তাকে দিনরাত নখে দাঁতে ছিঁড়ে খেয়েছিল। শরীর যে সম্পর্কের মধ্যে এমন দেয়াল তুলে দেবে কে জানত। মেয়েরা কখনো তাদের পুরুষকে অসংযমী দেখতে ভালবাসেনা।

এখন সকাল ন'টা। আজ তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেছে। কেনো কে জানে। ঘটনাটা গতকালের। অধরার সাথে গিয়েছিল এক অনুষ্ঠানে। সেখানেই দেখা হয়েছিল মানুষটার সাথে। ঘরে নীলা এখন একা। বাবা মা গেছে বাংলাদেশে। দু'মাস থাকবে। এই দু'মাসই নীলা একা। কই ওর তো কিছু খারাপ লাগছে না! মার ধারণা হয়েছিল ওর বুঝি অনেক কষ্ট হবে। নাহ্ সে রকম কিছু তো এখনো হয়নি! বরং নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে হচ্ছে। মা'র সারাক্ষন এটা খাও ওটা খাও, এটা করো না ওটা করো না এসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা বাবা মার সারাক্ষন চাপা স্বরের ঝগড়ার হাত থেকে মুক্তি। কি নিয়ে যে বাবা মা'র এত লাগে! নীলার বয়স এখন তেইশ। নীলার বাবা সাব্বির চৌধুরীর বয়স তিপ্পান্ন। এখনও দেখতে সে খুবই হান্ডসাম। সাব্বির চৌধুরী হাসি খুশী প্রানবন্ত মানুষ। ভালো একটা চাকুরী করেন। তারপরও যে মা'র কেনো এত অভিযোগ কে জানে বাবা!

নীলাঞ্জনা একটু আনমনা। আজকাল ভালবাসা কথাটা শুনলেই কেমন বিচ্ছিরি লাগে। এ দেশটা বোধহয় ভালবাসা ব্যাপারটাকেই জোলো করে ফেলেছে। কথায় কথায় ভালবাসা, আবার কথায় কথায় তা ভেঙ্গে ফেলা। টিভি খুললে ভালবাসা, বই খুললেই ভালবাসা, সিনেমায় গেলেই ভালবাসা। যত ভালবাসার বাদ্যি বাজছে তত ভালবাসা উবে যাচ্ছে। নীলাঞ্জনা জানে মেয়েদের যৌবন মানেই চার দিকে পুরুষের মধ্যে গুন গুন করে বার্তা পোঁছে গেল, মেয়েটা সোমত্ত হল, ডাগর হল হে। কামগন্ধ উড়ল বাতাসে। আপনা মাসে হরিণা বৈরী। এই বয়সেই বাঘে খেয়েছিল তাকে। প্রেমিকের মতো নয়, লুঠেরার মতো তার কুসুম ছিন্ন করেছিল আনিস স্যার। যুগ এখন কত পাল্টে গেছে। বিদেশে শরীর হল জলভাত।

৩.

নীলাঞ্জনা মেয়েটাকে দেখেই কেমন ভাল লেগে গেল। কি সুন্দর মেয়েটা। কিন্তু অধরা বাজী ধরে বলতে পারে নীলার সামনে ও কিছুই না। মাস দুয়েক আগে একটা গানের অনুষ্ঠানে নীলাঞ্জনার সাথে প্রথম আলাপ। নীলা এসেছিল ওর বা মার সাথেই। নীলাঞ্জনার সাথে কয়েকদিন কথা বলেই বুঝলো এ মেয়ে একদম অন্যরকম। অন্যদের সাথে এঁর কোন মিল নেই। এতদিনে অধরা অনুভব করল নীলাঞ্জনার সাথে ওর কোথায় যেনো একটা মিল আছে। ভীষণ মিল। নীলাঞ্জনাও ওকে পছন্দ করেছে। ওদের বয়সটাও কাছা কাছির মধ্যে। একদিন অধরা এসেছিল নীলাদের বাসায়। ওর বাবা মাকে খুব চমৎকার লেগেছে। বিশেষ

করে নীলার বাবা সাব্বির সাহেব খুবই দিলখোলা হাসি খুশী স্বভাবের মানুষ। ভদ্রলোক দেখতেও খুব সুপুরুষ। সেই তুলনায় নীলার মা একটু গম্ভীর প্রকৃতির। জগতের সব কিছুর প্রতিই যেনো তার একটা বিতৃষ্ণা আছে এরকম ভাব। হতে পারে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বলে এমন ধারা। এখানেও একটা ভাল কাজ করেন। অধরা মেয়েটিকে তারও খুবই পছন্দ হয়েছে। একা একটি মেয়ে। বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু নিজেকে কেমন খোলশে বন্দী রেখেছে। কাজ আর বাসা এর মধ্যেই যেনো মেয়েটির জীবন আটকে আছে। তাই মাঝে মাঝে বাইরের অনুষ্ঠানে নীলাঞ্জনা যায় অধরার সাথে। এতে দ'ুজনেরই একধরণের বোঝার সুযোগ হয়।

গতকাল মানুষটাকে দেখে খুব কি চমকে উঠেছিল নীলাঞ্জনা! উঠেছিল। কিন্তু তা ক'এক সেকেন্ডের জন্য। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় নীলাঞ্জনা।
সেদিনের সেই ঘটনাটার কথা কেউ জানে না। ছয় বছর আগের এক ঘটনা। হয়ত জানাতে হতো। কয়েকটা দিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। প্রেগন্যান্সির কোন সম্ভবনা না থাকায় কাউকে আর কিছু জানোনোর প্রায়োজন মনে হয়নি। যদি কিছু হয়েই যেতো তাহলে আনিস স্যারকে ক্ষমা করেই দিতে হতো। ভালবাসলে ওটুকু করা যায়। আনিস স্যার যে কেনো ওরকম করতে গেলো! তা না হলে সে তো খুব অপছন্দের ছিল না। কি সুন্দর দেখতে ছিল। কি চমৎকার আবৃতির গলা। ছাত্র হিসাবে ব্রিলয়ান্ট ছিল। তাকে ঘিরেই একটা স্বপ্ন দানা বাঁধছিল। অথচ কী করল আনিস স্যার!
৪.
নীলাঞ্জনা আনিস স্যারকে দেখে চমকালো। আনিস স্যারও নীলাঞ্জনাকে দেখে পলকহীন তাকিয়ে থাকলো। আনিসুর রহমান ভিতরে ভিতরে উদ্বেল হয়ে উঠল। এ কাকে দেখছে সে! সেই নীলাঞ্জনা! যাকে সে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল! সেই এক নীর্জন দুপুরে নীলাঞ্জনাকে লুটে নিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। অনুতাপ হয়েছিল পরে। পরদিন সকালে লাজুক মুখে এসে হাজির হয়েছিল আনিস স্যার|
ইস্। কাল কী কান্ডই না করে ফেললাম নীলু।
নীলাঞ্জনা সারা রাত কেঁদেছিল, ঘুমোয়নি, রাতে খায়ওনি। শরীর ভীষণ খারাপ লাগছিল সকালে। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, কেন করলেন এরকম? বিয়ের আগে কেউ ওসব করে? ছিঃছিঃ, এখন কী যে হবে।
ভয় পেও না
ভয় পাব না? আপনি পুরুষ মানুষ বলে কত সহজে কথাটা বলে ফেললেন। মেয়ে হলে পারতেন না। সব দায় তো মেয়েদেরই বইতে হয়। তাদের নামেই বদনাম হয়, তাদেরই জীবনভর কলঙ্ক থেকে যায়। বাচ্চা নষ্ট করতে গিয়ে তারাই তো মরে।
ওসব ভাবছ কেন। প্রেগন্যান্সির লক্ষন দেখলে বলো, বিয়ের ব্যবস্থা করব।

সেটাই বুঝি সহজ সমাধান? আপনি না শিক্ষক! এই আপনার আদর্শ? আপনার কথা ভাবলে আমার ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠত। সেই আলোটা নিভে গেছে। আর জ্বলবে না। আপনি আমার খুব ক্ষতি করলেন।
ব্যাকুল হয়ে আনিস স্যার বলল, কী করব নীলু? তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব?
ক্ষমা চাইতে হবে কেন আপনাকে? একটু ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না কেন? ভালই যদি বাসেন তা হলে রেপ করেন কিভাবে? এরকম কেউ করে?
যা হয়েছে কিছুতেই তো আর সেটাকে মুছে ফেলা যাবে না। বরং পজেটিভ কিছু ভাবি এসো।
আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। বিয়ের আগে-এ মা।
আনিস স্যার বলল, আমি তো তোমাকে বিয়ে করবোই নীলু! তখন তো আর এসব দুশ্চিন্তা থাকবে না।
থাকবে। আপনাকে নিয়ে সবসময় ভয় থাকবে। আপনার সংযম নেই।
এ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে নীলাঞ্জনা কানাডা চলে আসে। আনিসুর রহমান জানতো নীলাঞ্জনা কানাডা থাকে কিন্তু সেটা যে এই শহরে তাতো জানা ছিল না। আর এভাবে সামনা সামনি হয়ে যাবে কে ভেবেছিল! তাই আনিসুর রহমান একটু হলেও ভরকাল। কিন্তু নীলাঞ্জনা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না বলে আনিসুর রহমান অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচে গেল।
কেমন আছ নীলা, বললো সে।
ভাল। আপনি কেমন আছেন?
আজকের সুন্দর সকালটা এসব ভাবতে ভাবতেই চলে যাচ্ছে। কেন এসেছে আনিস স্যার কানাডা? সে কি একাই?

Toronto
Jasim.mallik@gmail.com